অনুবাদ ও ভাষ্য

স্বামীজীর অপ্রকাশিত ‘পত্রাবলী’: বিদেশিনী মাকে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

শিকাগোর অবসরপ্রাপ্ত লৌহনির্মাণ ব্যবসায়ী জর্জ ডবল্যু হেলের বিদুষী স্ত্রী বেল হেলের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়পর্বটি বেশ নাটকীয়। ধর্মমহাসভা শুরুর মাত্র দু-এক দিন আগে ৯ অথবা ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সকালবেলা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অপমানিত স্বামীজী রাস্তার ধারে বসে। এমন সময় উলটোদিকের অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে এলেন এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া। স্বামীজীর সামনে এসে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ‘‘স্যার, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?’’ স্বামীজীকে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে তিনি নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন, আহার-বিশ্রাম করিয়ে তারপর নিয়ে গেলেন মহাসভার উদ্দিষ্ট কার্যালয়ে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে এই মহীয়সী মহিলা ‘মিসেস হেল’ হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর গোটা পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর মধুর নৈকট্য। কৃতজ্ঞ স্বামীজী তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন, রহস্য করে কখনও কখনও বলতেন ‘মাদার চার্চ’। ভক্তিতে আর ভরসায়, আবদারে আর আলোচনায়—তাঁর এই বিদেশিনী মা-কে লেখা চিঠিগুলিতেও স্বামীজী যথার্থ পুত্রবৎ।

প্রসঙ্গত এক কৌতূহলোদ্দীপক পরিসংখ্যান পেশ করি। অদ্যাবধি সংগৃহীত পত্রাবলি অনুসারে স্বামীজীর কাছ থেকে সর্বাধিক পত্রপ্রাপ্তির হিসেবে মা হেলের স্থান তৃতীয়—মোট ৫৭টি পত্র। তাঁর চেয়ে এগিয়ে শুধু সারা বুল (৭৯টি) এবং সিস্টার ক্রিস্টিন (৭১টি)।

এই পত্রগুচ্ছ পাওয়া গেছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের স্ত্রী গার্ট্রুড এমার্সনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৯৭ সালে স্বামীজীর ‘কমপ্লিট ওয়ার্কস’-এর ৯ম খণ্ডে সংকলিত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না হওয়ায় ‘বাণী ও রচনা’ এবং স্বামীজীর চিঠিপত্রের সংকলন ‘পত্রাবলী’-তে এই পত্রগুচ্ছ অনুপস্থিত।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির মহাবিদ্যালয় (বেলুড়)-এর ‘স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার’ সম্প্রতি এই চিঠিগুলি বঙ্গানুবাদের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সটীক এই অনুবাদকর্মটি ‘নিবোধত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। মেরি লুইস বার্ক প্রণীত ‘স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট : নিউ ডিসকভারিস’ মহাগ্রন্থটি এই ভাষ্য রচনার প্রধান সহায়।

পত্র ১

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সন্ধ্যায় ধর্মমহাসভা শেষ হয়। এরপর মাস দুয়েক স্বামীজী শিকাগো ও তার আশেপাশে তাঁর বিভিন্ন অনুরাগী-অনুরাগিণীদের বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকেন। তার মধ্যে হেল পরিবার অন্যতম। সম্ভবত তাঁদের ডিয়ারবোর্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি থেকেই তিনি উইলকনসিনের রাজধানী ম্যাডিসন যাত্রা করেন। শুরু হয় তাঁর প্রায় পাঁচ মাস ব্যাপী মধ্যপশ্চিম ও দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ।

মিনিয়াপোলিস
২১ নভেম্বর ১৮৯৩

প্রিয় মা,

আমি নিরাপদে ম্যাডিসন পৌঁছে একটি হোটেলে উঠেছি। খবর পাঠাতে মি. আপডাইক এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কনগ্রিগেশন-পন্থী[১] আর তাই স্বভাবতই প্রথম দিকে একটু দূরত্ব বজায় রাখছিলেন। কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খুব আন্তরিক হয়ে ওঠেন; আমাকে নিয়ে গোটা এলাকাটা এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ঘুরিয়ে দেখান। এখানে বক্তৃতা[২] করে খুব ভাল শ্রোতা পেলাম, আর পেলাম ১০০ ডলার। বক্তৃতা শেষ করে রাতেই মিনিয়াপোলিস আসার ট্রেন ধরেছি।[৩]

এখানে আমি যাজকদের জন্য নির্দিষ্ট টিকিট কাটতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ছাড়া আর কোথাও এই সুবিধে পাওয়া যায় না। শিকাগোয় প্রতিটি লাইনের হেড অফিস থেকে একটি করে এমন অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। মি. হেল হয়তো আমার জন্য এমন একটি পারমিট জোগাড় করে দিতে পারবেন। যদি পারেন, তবে তিনি যেন একটু কষ্ট করে সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন—২৫শে-র মধ্যে পৌঁছতে পারলে মিনিয়াপোলিসে আর ২৯শে নাগাদ হলে ডেসমোইনসে। না পারলে এর পরের বার শিকাগোয় গিয়ে আমি ব্যবস্থা করে নেব। টাকাগুলো একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট করে নিয়ে নিয়েছি, তার জন্য ৪০ সেন্ট খরচ হল।

হে সদাশয় বন্ধু, আপনি চিরসুখী হোন এই কামনা করি; আপনি এবং আপনার গোটা পরিবার আমার মনে এমন এক স্বর্গীয় ছাপ ফেলেছেন যা সারা জীবনে ভুলব না।

আপনার বিশ্বস্ত,
বিবেকানন্দ

১। পোপ নির্বাচনকারী উচ্চপদস্থ রোমান ক্যাথলিক যাজকদের 'কার্ডিনাল' বলা হয়। কার্ডিনাল-দের স্থায়ী কমিটিকে বলে 'কনগ্রিগেশন'।

২। স্বামীজীর বক্তৃতা ছিল ম্যাডিসন-এ 'কনগ্রিগেশনাল চার্চ'-এ।

৩। সারা রাত ট্রেন যাত্রা করে স্বামীজী ২১ নভেম্বর ১৮৯৩ সকালে মিনিয়াপোলিস পৌঁছন।

পত্র ২

মিনিয়াপোলিস
২৪ নভেম্বর ১৮৯৩

প্রিয় মা,

আমি এখনও মিনিয়াপোলিসেই আছি। আজ বিকেলে একটা বক্তৃতা দেওয়ার আছে[১], তারপর পরশু ডেসমোইনস রওনা দেব।[২]

যেদিন এলাম সেদিনই এখানে এ-মরসুমের প্রথম তুষারপাত হল, গোটা দিন-রাত জুড়ে বরফ পড়েছে। আমার পেল্লায় ওয়াটার-প্রুফ জুতো জোড়া খুব কাজে দিল। বরফে জমে যাওয়া মিনিহাহা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। অতীব সুন্দর। আজ তাপমাত্রা শূন্যের থেকে ২১ ডিগ্রি নিচে, আমি তবু ঘোড়ায় টানা স্লেজ গাড়ি করে ঘুরে বেরিয়েছি এবং দারুণ উপভোগ করেছি। ঠান্ডায় নাক-কানের ডগা খসে পড়ার ভয়ে আমি মোটেও ভীত নই।

এ-দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যা দেখেছি তার মধ্যে এখানের এই তুষারাবৃত সৌন্দর্যই আমাকে সবেচেয়ে মুগ্ধ করেছে।

গতকাল বরফ-জমা লেকের ওপর অনেককে স্কেটিং করতে দেখলাম।

আমার ভালই চলছে। আশা করি আপনিও ভাল। ভবদীয়,

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

১। ২১ নভেম্বর সকালে মিনিয়াপোলিসে পৌঁছলেও, এখানে স্বামীজী প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন 'ফার্স্ট ইউনিটারিয়ান চার্চ'-এ ২৪ নভেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যায় (স্বামীজী 'বিকেল' লিখেছেন)। বিষয় : ব্রাহ্মণ্যবাদ।
২। মিনিয়াপোলিস থেকে স্বামীজী আইওয়ার রাজধানী ডেসমোইনস যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ২৭ নভেম্বর সকালে এক ঘরোয়া আসরে, এবং সন্ধ্যায় এক সভায় বক্তব্য পেশ করেন।

পত্র ৩

১৩ থেকে ২২ জানুয়ারি ১৮৯৪ স্বামীজী মেমফিস-এ থাকেন। সেখান থেকে শিকাগো এসে, সপ্তাহ তিনেক কাটিয়ে তিনি ১২ ফেব্রুয়ারি ডেট্রয়েটের উদ্দেশে রওনা দেন।

ডেট্রয়েট
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

প্রিয় মা,

পরশু রাত একটায় নিরাপদে পৌঁছেছি। বাতাসবাহিত তুষারপুঞ্জে আটকে পড়ায় ট্রেন সাত ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছয়। তা হোক, আমি সেখানের অপূর্ব দৃশ্য বেশ উপভোগ করেছি : কত মানুষ বরফ কেটে কেটে পরিষ্কার করছে, দুটো ইঞ্জিন মিলে ঠেলছে আর টানছে, এমন আমি আগে কখনও দেখিনি।

স্টেশনে পৌঁছে দেখি ব্যাগলি পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য[১] আমার জন্য অপেক্ষা করছে; অত রাত হয়ে যাওয়ায় মিসেস ব্যাগলি[২] শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মেয়েরা আমার জন্য জেগে বসেছিলেন।

এঁরা অত্যন্ত ধনী, সদাশয় এবং অতিথিবৎসল। মিসেস ব্যাগলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। তাঁর কন্যারা খুবই ভাল, শিক্ষিতা এবং সুশ্রী। জ্যেষ্ঠা[৩] এখানের একটি ক্লাবে[৪] আমাকে দুপুরে খাওয়ালেন। সেখানে এই শহরের কিছু বিশিষ্ট ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। গত সন্ধ্যায় এই বাড়িতে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।[৫] আজ এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা। মিসেস ব্যাগলি অত্যন্ত মার্জিত ও সহৃদয় মহিলা। আশা করি, আমার ভাষণে তিনি তৃপ্ত হবেন। আপনাদের সকলকে আমার ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভবদীয়,

আপনার বিশ্বস্ত,
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ : আমি আর তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না জানিয়ে স্লেটনকে[৬] যে চিঠি দিয়েছিলাম তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। আমাকে আশার বাণী শুনিয়েছেন।

আপনার কী পরামর্শ? চিঠিটা[৭] আলাদা খামে এই সঙ্গে পাঠালাম।

আপনার
বি

১। পল এফ ব্যাগলি

২। শ্রীমতী জন জুডসন ব্যাগলি (১৮৩৩-১৮৯৮) ডেট্রয়েটের এক অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালিনী, সংস্কৃতিবান, ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাঁর প্রয়াত স্বামী ছিলেন মিশিগানের প্রাক্তন গভর্নর। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ। তিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগিণী ও সমর্থক। ডেট্রয়েটে স্বামীজী শ্রীমতী ব্যাগলির আতিথ্য গ্রহণ করেন।

৩। মিস হেলেন ব্যাগলি। তবে ইনি জ্যেষ্ঠা নন। শ্রীমতী ব্যাগলির জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা। তাঁর নাম ফ্লোরেন্স ব্যাগলি শারম্যান।

৪। দ্য ডেট্রয়েট ক্লাব।

৫। স্বামীজীর ডেট্রয়েট পৌঁছনোর পরের সন্ধ্যায় শ্রীমতী ব্যাগলি তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজীর সম্মানে এক পার্টির আয়োজন করেন। অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সেই বিশাল আয়োজনে শহরের অভিজাত মানুষেরা আমন্ত্রিত হন।

৬। শিকাগোর ‘দ্য স্লেটন লিসিয়াম লেকচার ব্যুরো’-র কর্ণধার শ্রীযুক্ত স্লেটন স্বামীজীকে তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করান। স্বামীজীর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, তাঁর বক্তৃতা-লব্ধ পারিশ্রমিক জমিয়ে তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণে তা ব্যয় করবেন। তবে আমেরিকায় বক্তৃতা সফরের জন্য এত দীর্ঘমেয়াদী এক চুক্তিতে স্বামীজী কেন রাজি হলেন তা বোঝা মুশকিল। এই সংস্থা তাঁকে প্রতারিত করছে বুঝতে পেরে পরে অবশ্য তিনি এই চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসেন।

৭। স্বামীজীকে লেখা নরসিংহাচার্যের একটি চিঠির কথা এখানে বলা হচ্ছে। মাদ্রাজের এই যুবক শিকাগো ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রতিনিধি। এই মহাসভাতেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মহাসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নরসিংহাচার্য কিছুটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে কয়েক মাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটান। পরে টেনেসি-র নেসভিলে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আটকে পড়ে নিকলসন হোটেল থেকে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ হোটেলের নোট-কাগজে স্বামীজীকে লেখেন :

প্রিয় স্বামী,

আমি এখানে এসেছি এবং বেরোবার উপায় না থাকায় এখানেই আটকে রয়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে ৫০ ডলার পাঠান আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। তাহলে এখানে সবকিছু মিটিয়ে আমি শিকাগো যেতে পারি, ওখান থেকেই বাড়ি ফিরব। আমি বিপদগ্রস্ত, আপনি দয়া করে এখনই কিছু করুন। আশা করি শীঘ্রই আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে পারব, ভবদীয়,

আপনার বিশ্বস্ত,
নরসিংহাচার্য

স্বামীজী এই চিঠিটিই ডেট্রয়েট থেকে শ্রীমতী হেলকে পাঠান। সঙ্গে একটি লাইন : ‘‘আপনার কী পরামর্শ, মা? বিবেকানন্দ’’।

পত্র ৪

ডেট্রয়েট
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

প্রিয় মা,

আমার এখানের বক্তৃতাপর্ব শেষ। এখানে অত্যন্ত ভাল কিছু বন্ধু পেলাম। তার মধ্যে গত বিশ্বমেলার সভাপতি মি. পামার[১] একজন। স্লেটনের ব্যাপারটা[২] সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। ওদের থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছি। এই মানুষটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমার প্রায় ৫,০০০ ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন। মিসেস ব্যাগলি ও তাঁর কন্যারা আমার প্রতি খুবই সহৃদয়। এখানে নিজস্ব উদ্যোগে আরও কিছু বক্তৃতা করার আশা রাখি। তারপর এখান থেকে এডা যাব, সেখান থেকে শিকাগো ফিরব। আজ সকালে এখানে তুষারপাত হচ্ছে। এখানের মানুষজন খুব ভাল, আর এখানের বিভিন্ন ক্লাব আমার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে।

এখানের চলতে থাকা অভ্যর্থনাসভা আর ডিনারগুলি বেশ ক্লান্তিকর। ভীতিপ্রদ ডিনার—একশো ডিনার মিলে যেন একটি ভোজসভা—আর পুরুষদের ক্লাব হলে এক এক কোর্সের মধ্যে মধ্যে ধূমপান, আর ফের নতুন করে শুরু। আমি জানতাম মাঝে মাঝে ধূমপান করে চিনেরাই বুঝি শুধু তাদের ডিনারে অর্ধেক দিন পার করে দেয়!!

যাই হোক, এঁরা অত্যন্ত ভদ্র পুরুষমানুষ। অবাক কাণ্ড, এক বিশপতন্ত্র-অনুশাসিত যাজক[৩] আর এক ইহুদি র‍্যাবাই[৪] আমার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং আমার গুণকীর্তন করছেন। যে-মানুষটি এখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি অন্তত হাজার ডলার পেয়েছেন। এই হারে সব জায়গা থেকেই। আমার জন্য এসব স্লেটনেরই করা উচিত ছিল। উলটে সেই মিথ্যুক আমাকে বারবার বলত সর্বত্র তার প্রতিনিধি রয়েছে, সে আমার জন্য প্রচার করবে, আরও যা যা প্রয়োজন সব করবে। আর আদতে সে করছে এই। সে যা করতে চায় করুক, আমি বাড়ি চললাম। আমেরিকার মানুষজন আমাকে যেমন পছন্দ করছেন দেখছি, তাতে আমি এর মধ্যে অনেকটাই রোজগার করতে পারতাম। কিন্তু ঈশ্বর জিমি মিলস[৫] আর স্লেটনকে পাঠিয়েছেন আমার রাস্তা আটকানোর জন্য। তাঁর লীলা বোঝা ভার।

যা-হোক, একটি গোপন কথা জানাই। এই মিথ্যুক স্লেটনের থেকে আমাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট পামার শিকাগো গিয়েছেন। প্রার্থনা করুন, তিনি যেন সফল হন।[৬] বেশ কয়েকজন বিচারক এখানে আমার চুক্তিপত্র দেখে বলেছেন এটি এক লজ্জাজনক প্রতারণা, যে-কোনও সময় এই চুক্তি ভেঙে দেওয়া সম্ভব; কিন্তু আমি যে সন্ন্যাসী—আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও উপায় নেই। আমার পক্ষে তাই এসব ছেড়ে ছুড়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়াই ভাল।

হ্যারিয়েটদের, মেরি, ইসাবেল, মাদার টেম্পল, মি. ম্যাথুজ, ফাদার পোপ এবং আপনাদের সকলকে[৭] আমার ভালবাসা জানাই,

আপনার অনুগত,
বিবেকানন্দ

১। টমাস উইদারেল পামার ডেট্রয়েটের এক অত্যন্ত সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিক। ১৮৮৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট-সদস্য নির্বাচিত হন। মহিলাদের ভোটাধিকারের পক্ষে তিনি

আন্দোলন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত বিখ্যাত শ্লোগান : ''সকলের জন্য সমান অধিকার, কারও জন্য বিশেষ সুবিধা নয়।'' সেনেট কার্যকালের শেষ পর্বে তিনি স্পেনের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তারপরই শিকাগো মহাসভার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মমহাসভা চলাকালীন তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং অনুরক্ত হয়ে ওঠেন।

২। শিকাগোর 'দ্য স্লেটন লিসিয়াম লেকচার ব্যুরো'।

৩। দ্য ইউনিটারিয়ান চার্চ-এর মাননীয় রীড স্টুয়ার্ট।

৪। টেম্পল-বেথ-এল-এর র‍্যাববি গ্রসম্যান। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪, রবিবার র‍্যাববি তাঁর টেম্পলে 'বিবেকানন্দ আমাদের কী শেখালেন' শীর্ষক এক বক্তৃতা দেন। হয়ে ওঠেন স্বামীজীর অনুরক্ত বন্ধু। ১৮৯৬ সালে ডেট্রয়েট ভ্রমণকালে স্বামীজী র‍্যাববির টেম্পলে ভাষণ দেন।

৫। পরিচয় অজ্ঞাত। তবে ধারণা করা যায় স্লেটন অথবা অন্য কোনও বক্তৃতা সংস্থার প্রতিনিধি।

৬। স্বামীজীর এই চিঠিটি সংরক্ষণ করতে গিয়ে তার খামে কেউ একজন, সম্ভবত শ্রীমতী হেল নিজেই, লিখে রেখেছিলেন, ''২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট পামার স্লেটন চুক্তি ছিন্ন করলেন''।

৭। হেল পরিবারের সঙ্গে শ্রীমতী হেলের বোন মিসেস ম্যাককিন্ডলি-র দুই কন্যা একত্রে বাস করতেন। শ্রীমতী হেলের দুই কন্যা : হ্যারিয়েট ও মেরি। শ্রীমতী হেলের বোনের দুই কন্যা : হ্যারিয়েট ও ইসাবেল। সুতরাং হ্যারিয়েটদের=হ্যারিয়েট হেল এবং হ্যারিয়েট ম্যাককিন্ডলি। স্বামীজী অনেক সময় মি. হেলের বোন মিসেস ম্যাথুজকে 'মাদার টেম্পল', মি. হেলকে 'ফাদার পোপ' এবং মিসেস হেলকে 'মাদার চার্চ' নামে ডাকতেন।

পত্র ৫

ডেট্রয়েট
২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

প্রিয় মা,

চুক্তি অনুসারে ২০০ ডলার, নিজস্ব উদ্যোগে বক্তৃতা[১] করে ১৭৫ ডলার আর ১১৭ ডলার, এবং এক ভদ্রমহিলার দেওয়া উপহার হিসেবে ১০০ ডলার—সাকুল্যে এই আমি পেলাম।

আগামী কাল মিসেস ব্যাগলি এই পুরো অর্থ চেক মারফত আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন। আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় আমরা কিছু করতে পারছি না।

ওহিও-র এডাতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি আগামী কাল রওনা হচ্ছি। এডা থেকে শিকাগো যাব কি না জানি না। যাই হোক, অনুগ্রহ করে দেখবেন স্লেটন যেন আমার পৃথকভাবে পাওয়া বাকি অর্থ সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে, কারণ ওদের থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছি।[২]

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

১। যখন স্বামীজী বুঝতে পারেন তাঁর এজেন্ট স্লেটন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছে, তখন থেকে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে কিছু বক্তৃতাসভার আয়োজন করতে শুরু করেন।

২। স্বামীজী তখনও জানতেন না, মি. পামার তাঁর হয়ে শিকাগোয় গিয়ে এই চিঠি যেদিন লেখা হচ্ছে সেই দিনই স্লেটনের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি ছিন্ন করেন।